জোহানেসবার্গ সম্মেলন-২০০২

বিশ্বায়ন সম্পর্কিত তথ্য

সমস্যা

যখন নেতৃবৃন্দ জোহানেসবার্গ সম্মেলনে সমবেত হবেন, তখন তাঁরা এমন এক বিশ্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন, যা ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনের পর হতে বিবিধ দিক দিয়েই লক্ষণীয় পরিবর্তনের প্রভাবক্লিষ্ট হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য এবং পূঁজিবাজার উদার করণের ক্ষেত্রে সরকারসমূহের সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যক্তিমালিকানায় পরিণতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণের পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ত্বরিৎ উন্নয়নের সম্ভাবনাকে সাথে নিয়ে এই বিশ্বায়ন বিশ্বের অর্থনৈতিক মানচিত্রে এনেছে এক নাটকীয় পরিবর্তনের ছোঁয়া।

১৯৯০-এর দশকে যে সকল দেশ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিশ্বায়ন এবং নব্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ত্বরিৎ প্রসারের সুযোগ কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে, তাদের জন্যে এই দশক নিয়ে এসেছে বর্ধিষ্ণু সমৃদ্ধির অবারিত সম্ভাবনা। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে রেকর্ড সময়কালের জন্যে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। পুরো দশক ব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জোয়ারের ফলশ্রুতিতে বৈশ্বিক রপ্তানী ২০০০ সালে গড়ে ৬.৪ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন করে টাকার অংকে দাঁড়িয়েছে ৬.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এমনকি একটি গ্রুপ হিসেবে উন্নয়নশীল দেশসমূহও ১৯৯০-এর দশকে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জন করে যাতে মোটামুটি হিসেবে দেশীয় উৎপাদন বাৎসরিক ৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা ১৯৮০- এর দশকের ২.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী।

বিশ্বায়ন যে কল্যাণ বয়ে এনেছে তা সুস্পষ্ট ঃ দ্রুততর প্রবৃদ্ধি, উচ্চতর জীবনযাপন মান এবং নতুন নতুন সুযোগের হাতছানি। কিন্তু সকল দেশ এবং সকল জনগণই যে বিশ্বায়নের সুফলের ভাগীদার হতে পেরেছে এমন নয়। বহু দেশই তাদের কারিগরী সামর্থ্য, অবকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের অভাবের কারণে বাকি বিশ্ব তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে। উদাহরণতঃ আফ্রিকা এই দশকে সীমিত পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জন করলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারে সেই প্রবৃদ্ধিতে ভাটা নেমেছে, যার ফলশ্রুতিতে বাকী বিশ্বের সাথে আফ্রিকার জনগণের জীবন যাপন মানের বিদ্যমান পার্থক্য আরো প্রকট হয়েছে। এই দশকে আফ্রিকার সার্বিক অবনতির প্রেক্ষিতে বিশ্ব বাণিজ্যেও এর শেয়ার পতন অব্যাহত থাকে, যা ১৯৯০-এর মাত্র ২.৭ শতাংশ হতে নেমে গিয়ে ২০০০ সালে ২.১ শতাংশ দাঁড়ায়।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংহতির সমালোচকগণের যুক্তি হল, বিশ্বায়ন মুখ্যত ধনীদের কল্যাণে লাগবে; তবে সেটাই একমাত্র সমস্যা নয় ; বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগণের উপর চাপিয়ে দেয় অধিকতর দুর্ভোগের বোঝা, অস্থিতিশীলতা ও নাজুকতা বৃদ্ধি করে এবং এটি স্থানীয় সংস্কৃতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলার পাশাপাশি পরিবেশের জন্যেও ক্ষতিকর ভূমিকা রাখে। কতগুলো আর্থিক সংকট এই আশংকার জন্ম দিয়েছে যে, বিশ্বায়ন যেমন দিতে পারে, তেমনি নিতেও পারঙ্গম। প্রথমে মেক্সিকো এবং পরবর্তীতে পূর্ব এশিয়ায় পূঁজির ব্যাপক অপসারণের ফলে অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক আবার দারিদ্র্যের যুপকাষ্ঠে বন্দী হয়ে পড়েছে। এই অর্থনীতিগুলোর অনেকগুলোই স্থিতিশীলতা ফিরে পেলেও একটি আশংকা থেকেই যায় যে, বিশ্বায়নের নিয়ম-নীতিগুলো গভীরতর আর্থিক অবক্ষয়ের কারণ ঘটাতে পারে।

বিশ্ব এখন এমনভাবে পরস্পর যুক্ত যা পূর্বে কখনো ছিলনা- দলগত ও ব্যক্তিক পর্যায়ে দেশের সীমানা অতিক্রম করে অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে ; প্রায়শঃই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেও জড়িত করা হয় না। অবশ্য এর বিপজ্জনক দিকও রয়েছে। অপরাধ, মাদক, সন্ত্রাস, রোগ-ব্যধি এবং অস্ত্রের সদর্প অশুভ পদচারণা আবার বেগবান হয়েছে, সংখ্যায়ও বেড়েছে অনেক, এ এক অদৃষ্টপূর্ব পরিস্থিতি।

গুরুত্বপূর্ন পরিসংখ্যান ঃ

১৯৯০-এর দশকে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিসমূহ ধনী দেশগুলোর অর্থনীতির তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, “বিশ্বায়ন বহির্ভূত” অর্থনীতিগুলো সেই তুলনায় অর্ধেক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং এদের পশ্চাদপসারণ অব্যাহত রয়েছে।

গড় হিসেবে যেসমস্ত উন্নয়নশীল দেশ ১৯৮০-এর দশকে হঠাৎ করে শুল্ক হ্রাস করেছিল, ১৯৯০-এর দশকে তারা, যে সমস্ত দেশ শুল্ক হ্রাস করেনি, সেসব দেশের তুলনায় দ্রুততর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

১৯৯০-এর দশকে উন্নয়নশীল দেশের মোট দেশীয় পণ্য

উৎপাদনের গড় বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার সার্বিক বিচারে ৪.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দৈনিক এক মার্কিন ডলার আয় সাপেক্ষে স্থিরকৃত দারিদ্র্য সীমার ভিত্তিতে সার্বিক দারিদ্র্যের হার ১৯৯০ সালের ২৯ শতাংশ হতে নেমে ১৯৯৮ সালে ২৩ শতাংশ উপনীত হয়েছে।

১৯৯০-এর দশকে দ্রারিদ্র্য-নিপীড়িত মানুষের মোট সংখ্যা সামান্য হ্রাস পেয়ে ১.৩ বিলিয়ন হতে ১.২ বিলিয়নে পৌঁছেছে।

উচ্চ-আয়ের দেশগুলোতে বিদ্যমান বিশ্বের জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ সার্বিক উৎপাদনের ৫৬ শতাংশই ভোগ করে থাকে; আর এদিকে নিম্ন-আয়ের দেশগুলোতে বসবাসরত দরিদ্রতম ৪০ শতাংশ মানুষ ভোগ করে উৎপাদনের মাত্র ১১ শতাংশ।

বিশ্বের দরিদ্রতম জনগনের ১০ শতাংশ সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ লোকদের আয়ের ১.৬ শতাংশ উপার্জন করে থাকে এবং সবচেয়ে ধনী শতকরা ১০ ভাগ লোকের আয় দরিদ্রতম ৫৭ শতাংশ লোকের আয়ের সমান।

সকল দেশের সরকারই বিদ্যুৎ এবং পরিবহণের অদক্ষ ও দীর্ঘস্থায়ীত্বের অনুকূল নয় এমন ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান করে থাকে ; টাকার অংকে এই ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় বাৎসরিক ৬৫০ বিলিয়ন হতে ১.৫ ট্রিলিয়নের মধ্যে।

কি পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন ঃ

জাতিসংঘ মহাসচিব এজেন্ডা ২১-এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তাঁর প্রতিবেদনে এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের অংশগ্রহণকারীগণ বিশ্বের সকল দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিশ্বায়নকে কাজে লাগানো এবং আরো ব্যাপকভাবে এর সুফল পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কতগুলো প্রস্তাব বিবেচনা করবেন। এই সুপারিশসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই সমন্বিত ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক নীতিমালা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণ, যাতে তা বিশ্বায়ন ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অনুকূল ভূমিকা পালন করে।

বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাবসৃষ্টিকারী ভর্তুকি প্রত্যাহার এবং উন্নত দেশসমূহে উন্নয়নশীল দেশসমূহের পণ্য ও সেবার বাজার প্রসার করা, বিশেষতঃ কৃষিজ ও বস্ত্রজাত পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে, যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা ভোগ করে থাকে।

ন্যুনতম উন্নত দেশগুলো হতে রপ্তানীর ক্ষেত্রে শুল্ক মুক্ত এবং কোটামুক্ত সুবিধার ব্যাপারে সকল ধরণের ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা বিলোপ।

উন্নয়শীলদেশসমূহ, বিশেষত ন্যুনতম উন্নত দেশগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় নিজেদের পুরোপুরি সম্পৃক্ত করা এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সমঝোতার ক্ষেত্রে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণে সহায়তা করা।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে শক্তিশালী করা যাতে এর মাধ্যমে একটি পক্ষপাতহীন, নিয়ম ভিত্তিক এবং বৈষম্য বর্জিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিত করা যায়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সংখ্যাগত বৈষম্য কমিয়ে আনায় সহায়তা করা।

দোহা WTO সম্মেলন এবং উন্নয়নেনের জন্যে অর্থায়ন বিষয়ক মনিটরী সম্মেলনে দেশসমূহ বিশ্বায়নের ফলে উদ্ভুত বৃহৎ চ্যালেঞ্জে গুলোর কয়েকটি মোকাবেলার ব্যাপারে জোরালো প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে। জোহানসবার্গে সরকারসমূহের পাশাপাশি এনজিও এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গুলোর মুখ্য ভূমিকা হলো, প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতির আলোকে সুফল বয়ে আনবে এমন উদ্যোগসমূহ সনাক্ত এবং তা পরিচালিত করা।

যোগাযোগঃ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা
www.unicdhaka.org; e-mail: info.unic@undp.org